জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস-২০১৩

"জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবসের অঙ্গীকার
নিশ্চিত করি জ্বালানীর সাশ্রয়ী ব্যবহার"

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
১২ ভাদ্র ১৪২০
২৭ আগস্ট ২০১৩

বাণী

দেশের বর্তমান জ্বালানী চাহিদার প্রেক্ষাপটে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও "জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস-২০১৩" পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জ্বালানী খাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট তদানীন্তন বিদেশী কোম্পানী শেল অয়েল-এর নিকট থেকে অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে রাষ্ট্রের অনুকূলে ৫টি গ্যাসক্ষেত্রের মালিকানা হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে গ্যাসক্ষেত্রগুলোর উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে তা হয়ে উঠে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান জ্বালানী প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, শিল্প কল-কারখানা, সার কারখানা ইত্যাদি। জাতীয় জ্বালানী চাহিদার সিংহভাগই এ প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে মেটানোর ফলে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। বর্তমান সরকার জ্বালানী নিরাপত্তা আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রাকৃতিক গ্যাসের গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে এ সেক্টরের সার্বিক উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের অপচয় রোধকল্পে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী। এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সমগ্র দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

আমি 'জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস-২০১৩' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল হামিদ

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতির মজবুত ভিত রচনাকল্পে জ্বালানী খাতকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, বহু ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে নিজস্ব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দুরদর্শীতার সাথে ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশী কোম্পানী শেল ওয়েল এর ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র এবং ইতোতত্ত গ্যাস কোম্পানীর শেয়ার মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নয় করেন। বঙ্গবন্ধুর উক্ত যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের সুফল আজ দেশের আপামর জনগণ ভোগ করছে। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহাজোট সরকারের আমলে ২০১০ সালে এ ঐতিহাসিক দিনটিকে "জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস" হিসাবে রাষ্ট্রয়াত্তাবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস, ২০১৩ উদযাপনের মাধ্যমে জ্বালানী খাতকে মিতব্যয়ী এবং সাশ্রয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের প্রধান জ্বালানী সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পসমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব। প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনন্যত প্রধান সহায়ক শক্তি। জ্বালানী নিরাপত্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি ও এর প্রকৃত ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে গ্যাসের চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় সাধনের জন্য সরকার গ্যাসের অনুসন্ধান, উত্তোলন, সঞ্চালন ও বিতরণ বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ৫টি গ্যাসক্ষেত্র বিদেশী কোম্পানীর নিকট হতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কিনে নেয়ার দুরদর্শী সিদ্ধান্ত জাতীয় অর্থনীতিতে এক বিরাট ইতিবাচক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার পর থেকে অদ্যাবধি আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশে এবং জ্বালানী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গ্যাসক্ষেত্রগুলো অতুলনীয় ভূমিকা রেখে চলছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার এ গ্যাস সম্পদের পরিকল্পিত আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য সচেতন হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস-২০১৩ এর সর্বাঙ্গক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম.পি

গ্যাস সেক্টরে মহাজোট সরকারের সাফল্য

অধ্যাপক ড. মোঃ হোসেন মনসুর

যে কোন দেশের সার্বিক উন্নয়ন সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। আর একটি দেশের জ্বালানী খাতই উন্নয়নের চালিকা শক্তি হচ্ছে জ্বালানী খাত। যে দেশের জ্বালানী খাত যত মজবুত সে দেশ তত দ্রুত অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারে। অর্থনীতির ভিতকে মজবুত করে সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন ইতিহাসের মহানায়ক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিব মানেই বাংলাদেশ, বাঙালী কৃষ্টি ও জাতিসত্তা, সবুজের মাঝে লাল সূর্যখচিত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের উজ্জ্বল জাতীয় পতাকা। মহান মুক্তিযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে অর্থনীতির মজবুত ভিত রচনাকল্পে প্রথমেই তিনি জ্বালানী খাতকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জাতির জনকের আজীবনের লালিত স্বপ্ন যেমন ছিল বাঙালী জাতিকে অর্থনৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ উপহার দেয়া, অন্যদিকে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। জাতির জনকের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ পরনির্ভরশীল না হয়ে স্বাবলম্বী হবে, অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল করতে জ্বালানী সেক্টরকে শক্তিশালী করার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। জাতির জনক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, জর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। নিজস্ব সম্পদ আহরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে হবে। তাই দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদ হচ্ছে পাঁচ জাতীয় সমৃদ্ধির একমাত্র সোপান। ভূগর্ভের সকল প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক হবে এ দেশের জনগণ। এ প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা জনগণের হাতে দিতে তিনি তা' সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। জ্বালানী খাতকে গতিশীল সংস্থার রূপান্তরের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে ২৯ মার্চ রেসিডেন্সিয়াল অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ মিনারেল, অয়েল এন্ড গ্যাস করপোরেশন (পরবর্তীতে সংক্ষেপে "পেট্রোবাংলা") গঠন করেন এবং ড. হাবিবুর রহমানকে করপোরেশনের প্রথম চেয়ারম্যান এবং যুগ্মপ্রভাবে বাংলাদেশ সরকারের পেট্রোলিয়াম ডিভিশনের সচিবের দায়িত্ব প্রদান করেন। সুকৌশলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজটি তিনি মৃত্যুর মাত্র দুয় দিন আগে সমাপ্ত করে গেছেন। তৎকালিন শেল অয়েল কোম্পানির নিকট থেকে ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বড় বড় পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র ঃ তিতাস, হবিগঞ্জ, কৈলাসটিলা, রশিদপুর ও বাখরাবাদ নামমাত্র মূল্যে (৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং) ক্রয় করে সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির বহুর পথকে মসৃণ করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৩৯ বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার মহাজোট সরকারের আমলে ২০১০ সালে এ দিনকটি যথাযথভাবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেল। তাই ঐতিহাসিক ৯ আগস্টই এখন "জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস"। জ্বালানী সেক্টর তথা সমগ্র জাতি মহাজোট সরকারের এ সিদ্ধান্তকে চিরদিন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে।

জাতির জনকের স্বনিষ্ঠ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির সবচেয়ে মর্মান্তিক ও কলঙ্কজনক ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে, যখন কতকগুলো নরপশু জাতির জনককে স্ব-পরিবারে হত্যা করে। তারপর সুদীর্ঘ একুশটি বছর পার হয়ে যায়। পেট্রোবাংলা তথা জ্বালানী সেক্টর ধীরে ধীরে গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে এবং নিজস্ব অনুসন্ধান কোম্পানি বাপেক্সকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে সম্ভাবনাময় গ্যাসক্ষেত্রগুলো বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়, ফলে দেশ জ্বালানী ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবার বাপেক্সকে পুনর্গঠন করেন। বিদেশী কোম্পানির সাথে পিএসসি স্বাক্ষরের সময় শতকরা দশ ভাগ ক্যারিজ ইন্টারেস্ট হিসেব বাপেক্সকে বিদেশী কোম্পানির গার্নিশ হিসেবে সংযোজন করেন। ধীরে ধীরে অর্থনীতি আবার গতিশীল হয়ে উঠে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো ২০০১ সালে আবার উন্নয়নের ধারাবাহিকতা থমকে যায়। অগ্রগতি বা উন্নয়নের চাকা উল্টোদিকে দিকে ঘুরতে থাকে। অর্থনীতির সুচক দ্রুত উর্ধ গতিতে উপরের দিকে উঠতে থাকে যখন আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসে। উন্নয়নের এ গতিধারা দেখে ঈগলাক বাঁশ বেয়ে একটি বানরের উপরে উঠার যাদব বাবুর অংকের গল্পের মত। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসলে উন্নয়নের সুচক উপরে উঠে, আবার অন্য সরকার ক্ষমতায় আসলে ঈগলাক বাঁশে পিছনে নীচে নেমে যায়। জোট সরকার ও মহাজোট সরকারের সাফল্যের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে পরিবেশিত হল।

জোট সরকার ও মহাজোট সরকারের সাফল্যের একটি তুলনামূলক চিত্র

কার্যক্রম	চার দলীয় জোট সরকারের সময়কাল (২০০২-২০০৬ সাল)	মহাজোট সরকারের সময়কাল (২০০৯-২০১৩ সাল)
২ডি সাইসমিক (লাইন কিঃ মিঃ)	২৬৮০	৪৫১০
৩ডি সাইসমিক (বর্গ কিঃ মিঃ)	৭৬৬	২১৬৩
নূতন স্ট্রাকচার আবিষ্কার	৩টি	৫টি
অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা	২টি	৭টি
উন্নয়ন কূপের সংখ্যা	৬টি	১৯টি
ওয়ার্কওভার কূপের সংখ্যা	৪টি	১৭টি
আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র	১টি	২টি
গ্যাস উৎপাদন (দৈনিক মিলিয়ন ঘনফুট)	১২০০ - ১৫৫০	১৭৪৪ - ২৩০০
গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন (কিঃ মিঃ)	৭৩	৩৬৩
কয়লা উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	৬.৯৬	৩৫.২৬
কঠিন শিলা উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	০.৬৯	১৩.৭৭

সাইসমিক সার্ভে ঃ ভূকম্পনের গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে আমাদ বাংলাদশের জন্য যাকেই বলা হয়েছিল সাইসমিক সার্ভে জরুরী হয়ে পরে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ২ডি ও ৩ডি সাইসমিক টিমকে সর্বাত্মক সহায়তাঁর ও প্রযুক্তি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। মহাজোট সরকারের আমলে ৪৪৯১ লাইন কিলোমিটার ২ডি এবং ২০৮৬ বর্গ কিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যেই তাঁরা নূতন নূতন স্ট্রাকচার ও নূতন গ্যাস ও তেল স্তর আবিষ্কারের মাধ্যমে তাদের সাফল্যের প্রমাণ দেখাচ্ছে।

অধ্যাপক ড. মোঃ হোসেন মনসুর
চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা

অনুসন্ধান কূপ ঃ বিগত সাড়ে চার বছরে মোট ৭টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়েছে। তারমধ্যে বাপেক্স ৪টি এবং আইওসি ৩টি। বাংলাদেশের গ্যাস সেক্টরের একশত বছরের ইতিহাসে যেখানে ২৩টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানে মহাজোট সরকারের মাত্র সাড়ে চার বছরে ২টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করা হয়েছে। এ ছাড়াও বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্রে একটি অগ্নাগহ্বরঁ কূপ খননের মাধ্যমে মুক্তধারা গ্যাসক্ষেত্রটি নূতন করে আশার আলো জ্বালিয়েছে। এ ছাড়া ৩ডি সাইসমিক সার্ভের উপর ভিত্তি করে পুরাতন গ্যাসক্ষেত্রে শেষ কিছু নূতন গ্যাস স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন, ফেঞ্চুগঞ্জ-৪, কৈলাসটিলা-৪, সালদানদী-৩ ইত্যাদি। পুরাতন সাইসমিক তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে গ্যাসক্ষেত্রের মাধ্যমে কোমগঞ্জ-২ কূপের খনন কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রায় ০৬ বছর আগে খননকৃত ১সং কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদন সম্ভব নয় বিধায় অন্য স্তরে স্ট্রাকচারটিতে দ্বিতীয় কূপের মাধ্যমে উৎপাদনে আনার ব্যবস্থা করা হয়। সাম্প্রতা আসরে চট্টগ্রামে গ্যাস সরবরাহে কিছুটা হলেও উন্নতি হবে। অন্যদিকে চট্টগ্রামে গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি করার জন্য গ্যাজঙ্গলের মাধ্যমে সেন্ড্রাতং-এ আরও একটি কূপ খনন করা হবে। আশা করা হচ্ছে এ বছরের ভিতরেই রূপগঞ্জে আরও একটি অনুসন্ধান কূপ ও ঢেঙ্গাসটিলায় একটি তেল কূপ খনন সমাপ্ত হবে।

গ্যাস উৎপাদন ঃ মহাজোট সরকারের সময়ে গ্যাস উৎপাদনে সর্বোচ্চ রেকর্ড করেছে। বাংলাদেশের ৪২ বছরের ইতিহাসে প্রতিদিন যে গ্যাস উৎপাদন করতো অর্জন করেছে তার প্রায় তিন ভাগের একভাগ অর্জন করেছে মহাজোট সরকারের সময়ে। প্রতিদিনের সর্বোচ্চ উৎপাদন ২৩০০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে গড় উৎপাদন ছিল প্রতিদিন প্রায় ১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। পুরাতন বঙ্কুপ ওয়ার্কওভার (সংস্কার), নূতন উন্নয়ন কূপ ও অনুসন্ধান কূপ খনন করে প্রকৃতভাবে প্রতিদিন উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে ৭৬০ মিলিয়ন ঘনফুট। শেষকালে উন্নয়ন কূপের উৎপাদন ক্ষমতা বেশী দিতে প্রায় এক বিলিয়ন ঘনফুটের কাছাকাছি যাবে। পাইপলাইনের সীমাবদ্ধতার কারণে উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে সাস্থ ও বাস্তুতা গ্যাসক্ষেত্রসহ বেশ কয়েকটি গ্যাসক্ষেত্রের কূপগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা কমে গেছে। অর্থাৎ উৎপাদন ঘাটতি পূরণ করেও প্রতিদিন প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

সঞ্চালন পাইপলাইন ঃ মহাজোট সরকারের আমলে সবচেয়ে বেশী সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মান করা হয়েছে। মহাজোটই ৩৬৩ কিলোমিটার বিভিন্ন ব্যাসের পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরও বড় বড় পাইপলাইন নির্মাণের কাজ চলমান আছে। এবারই প্রথম বিবিয়ানা থেকে বন্দুয়া পর্যন্ত ১৪টি ভিন্নব্যাস ক্রসিংসহ ১৩১ কিলোমিটার ৩৬ ইঞ্চি পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। আশা করা যায় আগামী শুষ্ক মৌসুমে এ কাজ শেষ হবে। মদনাহেলী-দুদুয়া, মদনাহেলী-নরসিংদী, দুদুয়া-বঙ্কুপ সেতুর পূর্ব পাড়, হাটিকুমরুল-বাঘাবাড়ী, বলনাড়া-রূপসাহী, ভেড়ামারা-খুলনা ইত্যাদি সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলগুলোতে গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। পেট্রোবাংলার ইতিহাসে এত অল্প সময়ে এত বেশী বেশী সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ কোনদিনও সম্ভব হয় নাই।

প্রসেস প্লান্ট ও এমএসটি প্লান্ট নির্মাণ ঃ রশিদপুরে দুইটি এমএসটি প্লান্ট নির্মাণের ফলে ৩৭৫০ ব্যারেল কনডেনসেট প্রসেস করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হচ্ছে। অকটেন রুগ্নাচার ব্যবহার করে পেট্রোলকে অকটেন রপ্তাজকির করা হচ্ছে এই মহাজোট সরকারের আমলে। দুটো সেতুবাংলা ৩৫ মিলিয়ন ও রাঙ্গদাবাড়িয়ায় ৭৫ মিলিয়ন প্রসেস ক্ষমতা সম্পন্ন আরও দু'টি প্রসেস প্লান্ট নির্মাণ করা হয়েছে। আরোও কয়েকটি প্রসেস প্লান্ট নির্মাণের জন্য জয়াদেশ দেয়া হয়েছে।

কয়লা উৎপাদন ঃ বড়পুকুরিয়া কোল মাইন কোম্পানি এখন সরকার ঋণ পরিশোধ করে লাভজনক কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে প্রতিদিন গড়ে যেখানে ১২শত থেকে ১৮শত মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন হত, বর্তমানে সেখানে প্রতিদিন প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টন কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বকনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠি লংহাজার টন কোল ফেস্টি (এলটিসিপি) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। আগে যেখানে পেয়ারার নিচে কয়লা ক্রর কেটে নেয়ার পরে উপরে বেশ কিছু কয়লা পরিত্যক্ত হিসেবে রেখে দেয়া হত, এখন এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে উপরে রেখে আসা কয়লার একটি বড় অংশ পেছন থেকে সরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। অনেক উন্নত দেশের এ পদ্ধতি এখনও চালু হয়নি।

কঠিন শিলা উৎপাদন ঃ লোকসান মহাপাত্রা গ্রানাইট মাইন কোম্পানি এখন আর লোকসানে কোম্পানি থাকবে না। বর্তমানে লোকসানের পরিমান বলতে গেলে শূন্যের কোটায় দাঁড়িয়েছে। ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রাকটর মাধ্যমে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এবং দুই শিফট-এ উৎপাদন করে শীঘ্রই কোম্পানি লাভের মুখ দেখবে বলে আশা করা যায়।

জাতীয়ভাবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী শতকরা ৯৬ ভাগ বাস্তবায়ন হলেও পেট্রোবাংলার বাস্তবায়ন কোন বছরই শতকরা একশতভাগের নিচে নামে নাই, বরং কোন কোন বছর শতকরা ১০৬ বা তারও উর্ধে শতকরা ১১৪ ভাগ পর্যন্ত উঠেছে। এ সফলতার মূল চালিকা শক্তি মহাজোট সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশনা, পরামর্শ ও অনুপ্রেরণায় সকল প্রকল্প অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁরই প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এবং অধ্যিমে সর্বাত্মিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করে বাপেক্সকে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কোম্পানিতে সজ্জিত করা হয়েছে। এছাড়া পেট্রোবাংলার ৪২ বছরের ইতিহাসে যেখানে মাত্র তিনটি রিগ ক্রয় করা হয়েছিল, সেখানে মহাজোট সরকারের আমলে আরও তিনটি রিগ ক্রয় করা হয়েছে এবং কাওরান বাজারে ১৪তলা একটি আধুনিক বিষিষ্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এসকল গ্যাসক্ষেত্র একমাত্র জাগীদার মহাজোট সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর আন্তরিকতায় ও সহযোগিতায় প্রকল্প বাস্তবায়নে পেট্রোবাংলা কোনোদিনও আর্থিক সংকটে পড়েনি। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পেট্রোবাংলার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১২ ভাদ্র ১৪২০
২৭ আগস্ট ২০১৩

বাণী

জ্বালানী নিরাপত্তা অর্জনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক পদক্ষেপকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য "জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস" পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতির পিতা ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশী কোম্পানীর ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয় করে এগুলোকে রাষ্ট্রীয় খাতে আনেন। দেশের সম্পদ দেশের জনগণের পুরোপুরিভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন। তাঁর এ দূরদর্শী সিদ্ধান্ত জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ও সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে।

বর্তমান সরকার জ্বালানী নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিগত সাড়ে চার বছরে এ খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। আমরা নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার ও কূপ খননের মাধ্যমে গ্যাসের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করেছি। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। জনগণ আমাদের এ সকল উদ্যোগের সুফল পাচ্ছেন।

প্রাকৃতিক গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে মূল্যবান এই সম্পদের অপচয় রোধে সকলকে আরও যত্নবান হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে "জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি "জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস, ২০১৩" উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুধাবন করেছিলেন শোষণমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ আধিকারে গড়ার লক্ষ্যে জ্বালানী নিরাপত্তার অপরিহার্যতা। এ দূরদৃষ্টি থেকে তিনি শেল অয়েল কোম্পানীর কাছ থেকে অনুমানিক ১৭.৮৬ কোটি টাকা মূল্যে পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত করেন। জাতির পিতার এই প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের ফলে প্রায় চার যুগ ধরে এই গ্যাস ক্ষেত্রগুলো শুধু সারা বাংলাদেশে জ্বালানী সরবরাহ করেনি, দেশের ভবিষ্যত জ্বালানী নিরাপত্তার অর্জনের লক্ষ্যেও বিশেষ অবদান রাখছে।

বঙ্গবন্ধুর কৌশলগত ও রাষ্ট্রনায়কোচিত সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতেই আজ আমরা স্বল্পমূল্যে দেশীয় গ্যাস ব্যবহার করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হচ্ছি। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় অবদানকে আমি বিনম্র চিত্তে স্মরণ করছি।

বর্তমান সরকার প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিকল্পিত অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে পর্যায়ক্রমে নানা কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। তবে উত্তোলিত প্রাকৃতিক গ্যাসের সর্বোত্তম সুষ্ঠ ব্যবহার এবং অপচয় রোধ নিশ্চিত করা না গেলে জাতীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস উদযাপনের মাধ্যমে জ্বালানী ব্যবহারে মিতব্যয়ী এবং সাশ্রয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি সম্ভব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

সচিব
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ